ইখলাছ

কেন ও কিভাবে

সংকলন : গবেষণা পরিষদ আল-মুনতাদা আল-ইসলামী

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদনা : কাউছার বিন খালেদ

ওয়েব গ্রন্থনা : আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার
সার্বিক যত্ন : আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্স সোসাইটি, বাংলাদেশ

ইখলাছের সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থে ইখলাছ হল কোন বস্তুকে খালি করা বা পরিস্কার করা।

শরীয়তের পরিভাষায় ইখলাছ দ্বারা উদ্দেশ্য কি-তা নির্ণয়ে বিজ্ঞ আলেমদের মত ও মন্তব্য ভিন্ন ভিন্ন।

কেউ বলেছেন, ইখলাছ হল : ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক বলে গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

(:).

সে যেন তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।**(**সূরা কাহফ : ১১০**)**

কারো মত হল, অন্তরকে পঙ্কিলতায় মজ্জিত করে, এমন যাবতীয় নোংরামী ও অসুস্থতা হতে অন্তরকে পবিত্র করা। ভিন্ন কারো মত-স্বতঃপ্রণদিত হয়ে আল্লাহর আনুগত্যে আত্মনিবেদন।

আবার কারো মত এই যে, ইখলাছ হল, আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করা তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, ও যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে।

ভাষার পার্থক্য থাকলেও সংজ্ঞাগুলোর মূল বক্তব্য এটাই। যে মৌলিক নীতিমালাকে কেন্দ্র করে আলেমগণ ইখলাছের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, তা হল-ইবাদত-বন্দেগী-সৎকর্ম বলতে যা কিছু আছে, সবই একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পাদন করার নাম ইখলাছ। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এবাদত পালন করলে তাকে ইখলাছ বলে গণ্য করা হবে না। এমনিভাবে, সকল পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্য কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন।

ইবাদত ও কর্মসম্পাদন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন ও ইখলাছ আনয়নের বিভিন্ন রূপ হতে পারে-কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করেন তার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞাপনার্থে, অপর কেউ ইখলাছকে ভাবেন আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রবেশিকা, কারো উদ্দেশ্য থাকে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রেজা লাভ। অপর কেউ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সুনিবীড় সম্পর্ক ও পরম আস্বাদ লাভে প্রয়াসী, কিংবা পরোকাল দিবসে মহান দীদারের নেয়ামত লাভে প্রত্যশী-যেদিন আল্লাহর সাক্ষাতে সারিবদ্ধ হবে বান্দাগণ। নির্দিষ্ট কোন প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করে নয়-কারো কারো ইবাদতের লক্ষ্য থাকে যে কোন প্রকারে পুরস্কার প্রাপ্তি, অপরপক্ষে কারো ইবাদতের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কোন ছাওয়াব লাভ। কেউ কেউ আল্লাহর ভয়ে ভীত হন নির্দিষ্ট কোন আযাবের কথা স্মরণ করে, অপর

কেউ নির্দিষ্ট কোন আযাবের কথা স্মরণ করে নয়, আল্লাহকে ভয় করেন তার যে কোন আযাবের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে।

সন্দেহ নেই, ইবাদতে মানুষের ইচ্ছাবৃত্তির বৈচিত্র্য এক বিশাল অধ্যায়, একেক সময় তার মাঝে ক্রিয়াশীল থাকে একেক ধরণের ইচ্ছা, কখনো সে প্রণোদনা লাভ করে একাধিক ইচ্ছার দ্বারা। কিন্তু, ইচ্ছার এ বৈচিত্র্যও একক এক লক্ষ্যের প্রতি সতত ধাবিত- বান্দা তার কাজ-কর্ম ও যাবতীয় মনোবৃত্তির দ্বারা একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার আকাঙ্খাকে তীব্র করে তোলে, অন্য কাউকে নয়। এ সবই ইখলাছেরই সত্যায়ন। এ সব ইচ্ছা যার মাঝে ক্রিয়াশীল, সে-ই সিরাতে মুস্তাকীমের অধিকারী, হেদায়েত ও বিশুদ্ধ লক্ষ্যপানে ধাবিত। তবে বান্দার উচিৎ, তার ইবাদতকে আল্লাহপ্রেম, ভীতি ও আশা থেকে কখনো বিযুক্ত করবে না, কারণ, ইবাদতের প্রতিষ্ঠাই এই ত্রিমাত্রিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে।

ইখলাছের মর্যাদা:

প্রকৃতপক্ষে, ইখলাছই হল ইসলাম ধর্মের মূল বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :—

(:)

তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে (ইখলাছের সাথে) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়েনাহ : ৫)

আল্লাহ আরো বলেন :—

(:) .

বলুন, আমি ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।"

(- :)

আপনি ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, ইখলাছপূর্ণ ইবাদতই আল্লাহর জন্য।" (সূরা যুমার : ২-৩)

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা ইখলাছপূর্ণ ইবাদতকেই তার জন্য স্বীকৃতি প্রদান করেছেন-অল্প হোক কিংবা বেশী, বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র, যে কোন ধরনের শিরক হতে যা বিমুক্ত ও পরিশ্রুত। আয়াতগুলো স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ইসলাম ধর্মে ইখলাছ এক গুরুত্বপূর্ণ শর্তের নাম, তাবৎ আম্বিয়া এ প্রক্রিয়ারই স্বীকৃতি বহন করেন ; দ্বীনের প্রতিটি

ক্ষেত্রে, শরীয়তের প্রতিটি অনুঘটনায় ইখলাছের অনুসন্ধান প্রমাণ করে ইখলাছের মর্যাদা ও গুরুত্ব।

ইখলাছ, সন্দেহ নেই, নবী-রাসূলদের দাওয়াতের কুঞ্জিকা, যে নীতিমালা নিয়ে তারা আগত, তার মহোত্তম স্থানের অধিকারী।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :—

(:)

আল্লাহর ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি। (সূরা নহল : ৩)

ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এ আদেশ নিয়ে রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন ; নূহ আ. যে জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, সে জাতির মাঝেই সর্বপ্রথম যখন শিরকের উৎপত্তি হয়, তখন তাকে মানবজাতির জন্য প্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়, যে ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, যার দাওয়াত বিস্তৃত ছিল জিন-ইনসান ও পৃথিবীর তাবৎ জাতিবর্গের জন্য। পৃথিবীতে রাসূলরূপে আগত সকলের দায়িত্ব ছিল আল-কুরআনের ভাষায়—

(:).

আমি তোমার পূর্বে এ আদেশ ব্যতীত কোন রাসূল প্রেরণ করি নি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই ; সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া : ২৫)

এ তাওহীদ ও ইখলাছ হল কলব বা হৃদয়ের কর্মের মাঝে সর্বোচ্চস্তরের, এটাই বান্দার কর্মের উদ্দেশ্য, ও পরিমাণে-মর্যাদায় সর্ববৃহৎ।

ইবনুল কায়্যিম রহ.বক্তব্যটির ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর দাসত্বের প্রাণ হল অন্তরের কাজ। যদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা দাসত্ব করা হয় কিন্তু অন্তর ইখলাছ ও তাওহীদ থেকে শূন্য থাকে তবে সে যেন একটি মৃতদেহ, যার কোন রূহ নেই। নিয়্যত হল অন্তরের আমল। (বাদায়ে আল-ফাওয়ায়েদ : ইবনুল কায়্যিম)

ইখলাছ হল ইবাদত কবুলের দু শর্তের একটি। ইখলাছ ব্যতীত কোন ইবাদত কবুল হবে না।

নবী কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :—

.

(:)

আল্লাহ তাআলা শুধু সে আমলই গ্রহণ করেন, যা ইখলাছের সাথে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্যে করা হয়। (নাসায়ী)

যারা আল্লাহর ব্যাপারে ইখলাছ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তাঁর কালামে প্রশংসার সাথে তাদের কথা আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা তার কালীম মূসা আ.-এর প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেন-

(مريم : ٥١).

স্মরণ কর, এ কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে ছিল রাসূল। (সুরা মারইয়াম : ৫১)

এমনিভাবে তিনি ইউসূফ আ. সম্পর্কে বলেছেন :—

(يوسف :٢٤)

আমি তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবেই নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত (ইখলাছ অবলম্বনকারী) বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত। (সূরা ইউসূফ : ২৪)

এমনিভাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন :—

(البقرة :

١٣٩)

বল, আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের ও তোমাদের কর্ম তোমাদের ; এবং আমরা তার প্রতি একনিষ্ঠ (ইখলাছ অবলম্বনকারী)।

(সূরা বাকারা : ১৩৯)

এ সকল আয়াত থেকে বুঝে আসে আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালামের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল ইখলাছ বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা। (আখলাকুন্নবী ফি আল-কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ : হাদ্দাদ)

অপরদিকে ইখলাছশূন্য ব্যক্তির জন্য এসেছে কঠোর হুশিয়ারী ও শাস্তির সংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :—

(:).

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এ শিরক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা : ৪৮)

যারা শিরক করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা :—

(الفرقان : ٢٣)

আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ করব অত:পর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান : ২৩)

আয়তটি উল্লেখের পর ইবনুল কায়্যিম রহ:-এর মন্তব্য এই যে, এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যর্থ কাজ বলতে ঐ সকল কাজকে বুঝিয়েছেন, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদ্ধতিতে করা হয়নি অথবা তার পদ্ধতিতে করা হয়েছিল তবে একনিষ্ঠভাবে (ইখলাছের সাথে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়নি। (মাদারিজুস সালেকীন)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর রহ.বলেন, মুশরিকরা রক্ষা লাভ ও শুভপরিণতির আশায় পার্থিবে যে কর্মসম্পাদন করেছে, তা যারপরনাই মূল্যহীন, কিছুই নয়, কারণ, ইখলাছ অথবা আল্লাহ প্রণীত বিধানের প্রতি আনুগত্য-শরীয়তের এ দুটি আবশ্যকীয় শর্তের কোনটিই তাতে উপস্থিত নেই। যে সকল কাজ খালেছ আল্লাহর জন্য করা হয় না কিংবা শরীয়তের অনুমোদিত পন্থায় পালন করা হয় না তা বাতিল বলে গণ্য-সন্দেহ নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

হাদীসে এসেছে-

: :

( ).

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন : আমি শরীকদের শিরক থেকে বে-পরওয়া। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমল করে এবং এতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তাহলে আমি তাকে ও তার শিরকী কাজকে প্রত্যাখ্যান করি। (মুসলিম)

হাদীসে এসেছে -

:

:).

(

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে জ্ঞান অর্জন করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তা যদি কেউ পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে করে তাহলে সে কিয়মাত দিবসে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (আবু দাউদ)

হাদীসে আরো এসেছে -

:

((:).

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবে আলেমদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশে অথবা মূর্খদের সাথে অহমিকা প্রদর্শনের জন্যে কিংবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করাবেন। (তিরমিযী)

সুতরাং, —প্রকাশ্যঅপ্রকাশ্য-যাবতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রেই ইখলাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দার কিছু আমল হবে এখলাসে পূর্ণ, কিছু হবে শূন্য, কিছু মুআমালায় ইখলাছ হবে তার আদর্শ, অপরকিছু মুআমালা হবে ইখলাছ হতে বিচ্যুত-এ খুবই গর্হিত বিষয়, এ কখনো স্বীকৃত নয় শরীয়া মোতাবেকে। ইবনে কায়্যিম ইখলাছের গুরুত্ব ও অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ইখলাছ ও আনুগত্য শূন্য আমল তুলনীয় এমন মুসাফিরের সাথে, যে অকাজের ধুলোয় পূর্ণ করেছে তার থলে এবং প্রচুর ক্লান্তি ও ঘর্মাক্ত দেহে আতিক্রম করছে মরুভূমির পর মরুভূমি, তার জন্য এ সফর নিশ্চয় নিস্ফল ও শুভপরিণতি শূন্য। (আল-ফাওয়ায়িদ : ইবনুল কায়্যিম)

ইখলাছ একটি কঠিন কাজ :

ইখলাছের গুরুত্ব ও মর্যাদা সত্বেও, আমরা বলব, নি:সন্দেহে ইখলাছ নফসের জন্য কঠিন একটি বিষয়। কারণ, নফস এবং প্রবৃত্তি ও নফসের আকাঙ্খার মাঝে ইখলাছ এক কঠোর দেয়াল ও বাধা হয়ে নিজেকে উপস্থিত করে। নিজ প্রবৃত্তি, সামাজিক অবস্থা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা মুকাবিলা করে ইখলাছ ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এর উপর অটল থাকতে সংগ্রাম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এ সংগ্রাম শুধু সাধারণ মানুষ করবে তা কিন্তু নয় বরং আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, ইসলাম প্রচারক ও নেককার-মুত্তাকী-সকলের প্রয়োজন। সূফিয়ান আস-সাওরী বলেন : আমার কাছে নিজের নিয়্যত ঠিক করার কাজটা যত কঠিন মনে হয়েছে অন্য কোন কাজ আমার জন্য এত কঠিন ছিল না। কতবার নিয়্যত ঠিক করেছি কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার পাল্টে গেছে।" **(**আল-জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবুছ ছামে : খতীব বাগদাদী)

ইউসূফ ইবনে হুসাইন রাযী বলেন: দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ হল ইখলাছের উপর অটল থাকা। আমি আমার অন্তর থেকে রিয়া (লোক দেখানো ভাবনা) দূর করার জন্য

কত প্রচেষ্টা চালিয়েছি, সে দূর হয়েছে বটে তবে আবার ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন রূপে উপস্থিত হয়েছে। **(**জামে আল উলুম ওআল-হিকাম : ইবনে রজব)

সাহাল ইবনু আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করা হল, আপন প্রবৃত্তির নিকট কঠিনতম কর্ম কি **?** তিনি বললেন, ইখলাছ। কেননা, প্রবৃত্তি কখনো ইখলাছ গ্রহণ করতে চায় না। **(**সফওয়াতু আসসাফওয়াহ : ইবনুল জাওযী)

তাই, মন্দকর্মে প্রণোদনাদাতা নফস বান্দার কাছে ইখলাছকে মন্দরূপে উপস্থান করে, দৃশ্যমান করে তোলে এমন রূপে, যা সে ঘৃণা করে মনেপ্রাণে। সে দেখায়, ইখলাছ অবলম্বনের ফলে তাকে ত্যাগ করতে হবে বিলাসী মনোবৃত্তির দাসত্ব, যে তোষামুদি স্বভাব ও মেনে নেওয়ার দুর্বলতা মানুষকে সমাজের সকল শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ব্যাপক অবদান রাখে, তাও তাকে ছিন্ন করতে হবে আমূলে। সুতরাং, বান্দা যখন তার আমলকে একনিষ্ঠতায় নিবিষ্ট করে, আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কেউ তার কর্মের উদ্দেশ্য হয় না, তখন বাধ্য হয়েই বিশাল একটি শ্রেণীর সাথে তাকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তারাও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, একে অপরের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

এ জন্যে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় এ দুআ পাঠ করতেন -

(:).

হে অন্তর পরিবর্তনকারী ! আমার অন্তর আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন !

ইখলাছের ফলাফল

ইখলাছের ফলাফল রয়েছে অনেক। এর মধ্যে উলেখযোগ্য হল :—

১- জান্নাত লাভ :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :—

. . . .

(- :)

কিন্তু তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ (ইখলাছ অবলম্বনকারী)বান্দা। তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক; ফলমূল, তারা হবে সম্মানিত, সুখদ কাননে। (সূরা সাফফাত : ৪০-৪৩)

একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন এই যে, সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে জ্ঞানীরা বেঁচে যাবে। সকল জ্ঞানী ধংস হয়ে যাবে, তবে যারা কাজ করেছে, তারা বেঁচে যাবে। যারা কাজ

করেছে, তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে যারা ইখলাছের সাথে (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য) কাজ করেছে, তারা মুক্তি পাবে। (মিনহাজ আল-কাসেদীন : আল-মাকদিসী)

২-আমল কবুল হওয়া :

ইখলাছ হল আমল কবুলের শর্ত। ইবনু কাসীর রহ.বলেছেন : দুটো শর্তের সন্নিবেশ ব্যতীত আল্লাহ তাআলা আমল গ্রহণ করবেন না। প্রথম শর্ত হল আমলটি শরীয়ত অনুমোদিত হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত আমলটি ইখলাছ (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নিবেদিত) সহকারে শিরকমুক্ত ভাবে আদায় করতে হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লামা সাজী বলেছেন : পাঁচটি গুণের মাধ্যমে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয়। গুণ পাঁচটি হল : আল্লাহর পরিচয় লাভ, হক বা যা সত্য তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া, ইখলাছ বা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করা এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। যদি এর একটি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার আমল (কর্ম) আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। (আল-জামে লিআহকামিল কুরআন : কুরতুবী)

আল্লামা সিদ্দীক খান বলেন : ইখলাছ যে আমলের শুদ্ধতা ও কবুলের একটি অন্যতম শর্ত এ বিষয়ে কারো দ্বি-মত নেই।(আদ-দীনুল খালেছ : সিদ্দীক খান)

প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস-

:) .

(

আল্লাহ তাআলা শুধু সে আমলই গ্রহণ করেন যা ইখলাছের সাথে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়। (নাসায়ী)

হাদীসে আরো এসেছে -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك**(**أخرجه ابن ماجة :٤٢٠٣ وحسنه الألباني**)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা যখন সকল মানুষকে একত্র করবেন তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাজে অন্য কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করেছে সে যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই শরীকের কাছ থেকে প্রতিদান বুঝে নেয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার অংশীদার ও অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত। (ইবনে মাজাহ)

৩- আখিরাতে রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআত লাভ :

বান্দা ইখলাছ অবলম্বনের ক্ষেত্রে যতবেশী অগ্রগামী হবে সে কিয়ামতের দিন ততবেশী শাফাআত লাভের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে।

আল্লাহর রাসূলের হাদীস এর প্রমাণ -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه . (أخرجه البخاري ٩٩)

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন আমার শাফা 'আত দ্বারা সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি যে ইখলাছের সাথে (একনিষ্ঠভাবে) বলেছে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।" বর্ণনায় : বুখারী

ইবনুল কায়্যিম রহ.বলেন : এ হাদীসে তাওহীদের একটি সুক্ষ্ম রহস্য লুকায়িত আছে, তা এই যে, শাফাআত লাভের অন্যতম শর্ত হচ্ছে তাওহীদ অবলম্বন ও তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় হতে পৃথিকীকরণ। যে ব্যক্তি তার তাওহীদকে যতবেশী উন্নত ও পূর্ণ করতে পারবে সে ততবেশী শাফাআত লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যে শিরক করবে তার জন্য কোন শাফাআত নেই। (আদ-দীন আল-খালেছ : সিদ্দীক খান)

৪-হিংসা-দ্বেষ থেকে অন্তর পবিত্র থাকে :

যখন কোন ব্যক্তির অন্তরে ইখলাছ স্থান পেয়ে যায় তখন সে অনেক বিপদ-আপদ, দোষ-ত্রূটি থেকে মুক্ত থাকে। যেমন আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন :—

ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرىء مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم (أخرجه أحمد وابن ماجة: ٢٢٦)

তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না। ইখলাছের সাথে আমলসমূহ আল্লাহর জন্য নিবেদন করা, মুসলিম নেতাদের কল্যাণ কামনা ও মুসলিম জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা। (আহমদ, ইবনে মাজাহ)

ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন: এ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে তার অন্তর কখনো দুর্বল হবে না। কপটতা বা নিফাকী থেকে সে পবিত্র থাকবে। (আত-তামহীদ ইবনে আব্দুল বার)

৫- গুনাহ মাফ ও অগণিত পুরস্কার লাভ :

যখন মুমিন ব্যক্তি ইখলাছ সহ সকল আমল করবে তখন সে গুনাহ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে এবং অনেক গুণে প্রতিদান লাভ করবে। যদিও কাজটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছোট অথবা পরিমাণে খুবই স্বল্প।

এ ব্যাপারে ইবনুল মুবারক রহ.বলেন : অনেক ক্ষুদ্র আমল আছে নিয়্যত যাকে অনেক বড় করে দেয়। আবার অনেক বড় আমল আছে নিয়্যত যাকে অনেক ছোট করে দেয়।”
(সিয়ার আলামুন নুবালা : আজ-যাহাবী)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ.বলেন : অনেক আমল এমন আছে যা মানুষ পরিপূর্ণ ইখলাছের সাথে সম্পাদন করে। ফলে এ আমলটি ইখলাছের পূর্ণতার কারণে তার কবীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। যেমন তিরমিজী ও ইবনে মাজার হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তির ব্যাপারে চিৎকার দেয়া হবে। তার কাছে উপস্থিত করা হবে পাপকর্মের নিরানব্বইটি বিশাল নথি। প্রতিটি নথির ব্যপ্তি হবে দৃষ্টির দুরত্ব পরিমাণ। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যে এ পাপকর্মগুলো করেছো তা কি তুমি অস্বীকার করবে? সে বলবে হে প্রতিপালক ! আমি এগুলো অস্বীকার করতে পারি না। আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর জুলুম করা হবে না। এরপর হাতের তালু পরিমাণ একটা টিকেট বের করা হবে যাতে লেখা থাকবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে বলবে এত বিশাল পাপের সম্মুখে এ ছোট টিকেটের কি মূল্য আছে ? অত:পর এ টিকেটটি একটি পাল্লায় রাখা হবে এবং তার পাপের বিশাল নথিগুলোকে রাখা হবে অপর পাল্লায়। টিকেটের পাল্লাই ভারী হবে। কারণ এ ব্যক্তি ইখলাছের (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য) সাথে লা-ইলাহা ইল্লাহর স্বাক্ষ্য দিয়েছে বলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছে। নয়ত যে সকল কবীরাগুণাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দিয়েছে, তারাও জাহান্নামে যাবে। হয়ত তারা ইখলাছের সাথে কালেমা পড়েনি।

এমনিভাবে যে পতিতা একটি পিপাসার্ত কুকুরকে কষ্ট করে পানি পান করিয়েছিল সে তা ইখলাছের সাথে করেছে বলেই তার পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। নয়তো যে কোন পতিতা এ কাজ করত, তার ক্ষমা পাওয়ার কথা ছিল।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি পথের কাঁটা দূর করে দেয়ার কারণে ক্ষমা পেয়েছিল সে তা ইখলাছের সাথে করার কারণে ক্ষমা পেয়েছে। নয়তো সকল কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা এ কাজটি করে ক্ষমা আদায় করে নিতে পারত।

পক্ষান্তরে :

অনেক বড় বড় ব্যক্তি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে কিন্তু তাতে ইখলাছ (আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা) না থাকার কারণে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে ও আমলকারী পুরস্কার ও প্রতিদানের পরিবর্তে শাস্তির পাত্রে পরিণত হয়েছে।

যেমন হাদীসে এসেছে -

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمها فعرفها، قال فما عملت فيها، قال : قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها، قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها، قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار (أخرجه مسلم ١٩٠٥)

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তার নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন। এবং সে তার প্রতি সকল নিয়ামত চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন তুমি কি কাজ করে এসেছ ? সে বলবে, আমি তোমার পথে যুদ্ধ করেছি, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন : তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তো যুদ্ধ করেছ লোকে তোমাকে বীর বলবে এ উদ্দেশ্যে। আর তা বলা হয়েছে। অত:পর নির্দেশ দেয়া হবে, এবং তাকে টেনে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তেলাওয়াত করেছে। তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন কি কাজ করে এসেছ ? সে বলবে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি জ্ঞান অর্জন করেছ এ জন্য যে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। কুরআন তেলাওয়াত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, লোকে তোমাকে কারী বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেয়া হবে তাকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য।

তারপর বিচার করা হবে এমন ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ দুনিয়াতে সকল ধরণের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে হাজির করে আল্লাহ নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে সকল নেয়ামত স্মরণ করবে। আল্লাহ বলবেন, কি করে এসেছ ? সে বলবে, আপনি যে সকল খাতে খরচ করা পছন্দ করেন আমি তার সকল খাতে সম্পদ ব্যয় করেছি, কেবল আপনারই জন্য। আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি সম্পদ এ উদ্দেশ্যে খরচ করেছ

যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেয়া হবে, এবং তাকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। **(মুসলিম)**

হাদীসে আরো এসেছে :—

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে ভয় করি, সে বিষয়ে সাবধান করতে চাই ; তা হল শিরক আছগর বা ছোট শিরক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন হে রাসূল ! ছোট শিরক কি ? তিনি বললেন : রিয়া (লোক দেখানো উদ্দেশ্যে কাজ করা)। যেদিন আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মের প্রতিদান দিবেন, সে দিন তিনি বলবেন : দুনিয়াতে তোমরা যাদের দেখানোর জন্য কাজ করেছ আজ তাদের কাছে যাও ! দেখ, তাদের কাছে প্রতিদান পাও কি-না। (বগভী)

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :—

আল্লাহ তাআলা বলবেন : আমি শিরক ও অংশীদার থেকে বে-পরোয়া। যে কোন কাজে আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শরীক করল আমি তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। যার জন্য সে করেছে সেটা তারই জন্য। **(মুসলিম)**

৬- আল্লাহর সাহায্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ :

ঈমানদারদের আল্লাহর সাহায্য লাভ ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল উপাদান হল ইখলাছ বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা। যেমন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :—

إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها : بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم **(أخرجه النسائي ٣١٧٨ وصححه الألباني)**

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ উম্মাতকে সাহায্য করেন তাদের দূর্বলদের কারণে ; তাদের দুআ, সালাত ও ইখলাছের কারণে। (নাসায়ী)

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :—

بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. (صحيح ابن حبان)

আমার উম্মতকে সাহায্য, প্রাচুর্য ও তাদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দাও। আর তাদের কেউ যদি আখিরাতের কাজ করে পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে, আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।” বর্ণনায় : ইবনু হিব্বান।

আমাদের পূর্বসূরী সালফে সালেহীনদের জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তারা আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছেন নিজেদের ঈমানী শক্তি, ইখলাছ বা অন্তরের একনিষ্ঠতা ও ঈমান ও ইখলাছের আলোকে গঠিত পরিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের মাধ্যমে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.বলেছেন :—

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. (السنن الكبرى للبيهقي)

যে সত্যের ব্যাপারে নিজ নিয়্যতকে খালেছ করে নিয়েছে, যদিও তা তার নিজের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে মানুষের অপকারিতা অসহযোগের ক্ষেত্রে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। (সুনানুল কুবরা : বায়হাকী)

উক্ত মন্তব্য উল্লেখের পর ইবনুল কায়্যিম রহ.মন্তব্য করেন : বান্দা যখন আল্লাহর জন্য তার নিজের নিয়্যত স্থির করে নেয় এবং তার ইচ্ছা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, জ্ঞান সবকিছু আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, তখন আল্লাহর সাহায্য সর্বদা তার সাথে থাকে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান করে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। তাকওয়া ও ইহসানের মূল হল সত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া বা ইখলাছ অবলম্বন করা। আল্লাহর উপর জয়ী হতে পারে এমন কেউ নেই। যার সাথে আল্লাহ আছেন তার উপর কেউ জয় লাভ করতে পারে না, পারে না তাকে কেউ পরাজিত করতে। যার সাথে আল্লাহ আছেন তার ভয় কিসের ? (ইলামুল মুকিয়ীন : ইবনুল কায়িম)

৭- মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও ভালবাসা লাভ :

আল্লাহ তাআলা ইখলাছ অবলম্বনকারী বান্দাদের জন্য মানুষের ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভের ফয়সালা করেন। পক্ষান্তরে যে মানুষের মন পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে আস্থাভাজন হওয়ার নিয়্যতে কাজ করে, সে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করতে পারে না। সে যা চায় তার উল্টোটাই পায়।

রাসূলে কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :—

من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به(أخرجه البخاري ٦٤٩٩)
যে মানুষকে শুনাতে চায় আল্লাহ তার কথা শুনিয়ে দেন। যে মানুষকে দেখাতে চায় আল্লাহ মানুষের কাছে তাকে দেখিয়ে দেন। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন :—

من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة (أخرجه ابن ماجة ٤١٠٥)

যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে পার্থিব স্বার্থ, আল্লাহ তার কাজগুলোকে এলোমেলো করে দিবেন। তার দু চোখে দরিদ্রতা দিয়ে দিবেন। তার জন্য যা কিছু নির্ধারিত আছে এর বাইরে দুনিয়ার কিছুই সে লাভ করতে পারবে না। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তার কাজ-কর্ম গুছিয়ে দিবেন। তার অন্তরে সচ্ছলতা দান করবেন। দুনিয়ার সম্পদ অপমানিত হয়ে তার কাছে ফিরে আসবে। (ইবনে মাজাহ)

আমাদের পূর্বসূরী সালাফে সালেহীন এ বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন তা অনুমান করা যায় মুজাহিদ রহ.-এর কথায়। তিনি বলেন : বান্দা যখন তার অন্তর নিয়ে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয় আল্লাহ তখন সকল সৃষ্ট জীবের অন্তর তার দিকে ঝুকিয়ে দেন।

ফুজাইল রহ. বলেন : যে কামনা করে আলোচিত হওয়ার জন্য, যার একান্ত আকাঙ্খা যে, মানুষ তাকে স্মরণ করুক, তাকে কিন্তু স্মরণ করা হয় না। আর যে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং মানুষ তাকে স্মরণ করুক এটা কামনা করে না, আসলে তাকেই স্মরণ করা হয়। (ইলাম আল-মুকিয়ীন : ইবনুল কায়্যিম)

৮-বৈধ কাজগুলো ইবাদতে রূপান্তরিত হওয়া :

ইবাদত ও কাজে-কর্মে বান্দার একনিষ্ঠতা এবং বিশুদ্ধ নিয়ত তার পার্থিব কর্মগুলোকে উঁচু স্তরে উন্নীত করে এবং পরিণত করে গ্রহণযোগ্য ইবাদতে।

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন -

وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. (أخرجه مسلم ١٠٠٦)

আর তোমাদের যৌনাঙ্গেও রয়েছে পূন্য। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের কেউ যদি তার যৌন চাহিদা পূর্ণ করে তাহলে কি পুরস্কার ? তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার মত কি ; যদি কেউ অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মেটায় তাহলে তার কি পাপ হবে ? এমনিভাবে যদি কেউ বৈধ পন্থায় তার যৌন চাহিদা পূর্ণ করে তাহলে পুরস্কার পাবে। (মুসলিম)

কেন সে বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মেটালেও সওয়াব পাবে ? কারণ সে কাজটি করার সময় এ ধারণা করেছে যে, আমি বৈধ পন্থায় কাজটি করে সেই অবৈধ পন্থা থেকে বেঁচে থাকব, যেখানে আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমি তার প্রতি একনিষ্ঠ (মুখলিছ) হতে পারব। আর এ ইখলাছ প্রসূত ধারণার কারণেই তার সামান্য মানবিক চাহিদা মেটানোর কাজটাও সওয়াবের কাজ হিসাবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। হাদীস থেকে আরেকটি দৃষ্টান্ত :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك.(أخرجه البخاري رقم الحديث: ٥٤)

রাসুলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তুমি যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে খরচ করবে অবশ্যই তার পুরস্কার পাবে। এমনকি, তুমি যা কিছু তোমার স্ত্রীর মুখে দিয়েছ তারও সওয়াব পাবে। (বুখারী)

স্ত্রী সন্তানদের জন্য খরচ করা পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব। এখানে পাপ-পুণ্যের কী আছে ? তবু দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী সন্তানদের জন্য খরচ করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত করে তাহলে সে সওয়াব ও পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে।

এমনিভাবে যদি কেউ নিজের খাওয়া-দাওয়ার জন্য ব্যয় করে এবং এর সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যত করে, তাহলে সে সওয়াব লাভ করছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.বলেন, যে ব্যক্তি কোন বৈধ মানবিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে সামর্থ হাসিলের নিয়্যত করবে তার এ চাহিদা পূরণের কাজটা আল্লাহর কাছে ইবাদত হিসেবে কবুল হবে ও সে এতে সওয়াব পাবে। (মজমু' আল-ফাতাওয়া: ইবনে তাইমিয়া)

যেমন আপনি নিয়্যত করলেন যে, আমি এখন বাজারে কেনা-কাটার জন্য যাব। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হল এ কেনা-কাটার মাধ্যমে আমি খেয়ে-দেয়ে যে শক্তি অর্জন করব তা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে ব্যয় করব। ব্যস! আপনার এ নিয়্যতের কারণে বাজারে কেনা-কাটা করাটা আপনার ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এটাইতো ইখলাছ বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া।

ইখলাছ যেমন সাধারণ বৈধ কাজকে ইবাদতে রূপান্তরিত করে, তেমনি রিয়া বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য ইবাদতকে বরবাদ করে প্রতিফল শূন্য করে দেয়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :—

(البقرة :٢٦٤)

হে মুমিনগণ ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিস্ফল করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকাল দিবসে ঈমান রাখে না। (সূরা বাকারা : ২৬৪)

অর্থাৎ, দানের কথা বলে বা খোঁটা দিয়ে যেভাবে দানের প্রতিফলকে ধ্বংস করা হয়, তেমনি মানুষকে দেখানোর বা শুনানোর জন্য দান করলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান পাওয়া যায় না। বাহ্যিক দিক দিয়ে যদিও মনে হবে সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দান করেছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হল মানুষের প্রশংসা অর্জন। মানুষ তাকে দানশীল বলবে, তার দানের কথা প্রচার হলে মানুষ তাকে সমর্থন দিবে-ইত্যাদি।

সাহাবী উবাদাহ ইবনু সামেত রা.-কে এক ব্যক্তি বলল, আমি আমার এ তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করব। এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করব ও মানুষের প্রশংসা পাব। উবাদাহ তাকে বললেন, তুমি কিছুই পাবে না। তুমি কিছুই পাবে না। তৃতীয়বার উবাদাহ রা.বললেন, আল্লাহ বলেছেন : আমি শিরক ও অংশীদার থেকে বে-পরোয়া। যে ব্যক্তি আমার জন্য করা হয় এমন কোন কাজে আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শরীক করল আমি তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। আমাকে ছাড়া যার জন্য সে করেছে সেটা তারই জন্য বিবেচিত।" **(ইহইয়া উলুমুদ্দীন : আল-গাযালী)**

৯- ইখলাছপূর্ণ নিয়্যতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ আমলের সওয়াব অর্জন :

কোন কোন সময় মানুষ ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়্যতে কাজ করতে উদ্যোগী হয়, কিন্তু তার সম্পদের সীমাবদ্ধতা, শারীরিক দুর্বলতা-ইত্যাদি কারণে কাজটি সমাধা করতে পারে না। কখনো দেখা যায়, উক্ত ভাল কাজটি করার জন্য সে প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে কাজটি আঞ্জাম দিতে পারেনি। এমতাবস্থায় সে কাজটি সম্পন্ন করার সওয়াব পেয়ে যাবে। এবং তার ইখলাছের কারণে কাজটি যারা করতে পেরেছে তাদের সমমর্যাদা লাভ করবে।

যেমন নবী কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حسبهم العذر. (أخرجه البخاري ٢٨٣٩)

আমরা কয়েকটি দলকে মদীনায় রেখে এসেছি। তারা আমাদের সাথে কোন পাহাড় অতিক্রম করেনি, কোন উপত্যকাও মাড়ায়নি। অথচ তারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা লাভ করবে । অক্ষমতা তাদেরকে আটকে রেখেছে। (বুখারী)

হাদীসে বর্ণিত সাহাবীগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে অভিযানে অংশ নিতে পারেননি কোন অসুবিধার কারণে। কিন্তু তাদের বিশুদ্ধ নিয়্যত ও ইখলাছ ছিল অভিযানে অংশ নেয়ার জন্য। তাই তারা অংশ গ্রহণ না করেও অংশগ্রহণকারীদের সম-মর্যাদার অধিকারী হবেন।

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন :—

من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلى من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل.(أخرجه النسائي ٢٥٨ وصححه الألباني)

যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করবে-এ নিয়্যতে শুয়ে পড়ল। অবশেষে নিদ্রা তাকে কাবু করে ফেলল, এবং সকাল হওয়ার আগে জাগতে পারল না। এমতাবস্থায় সে যা নিয়্যত করেছিল তা তার জন্য লেখা হয়ে যাবে। এবং এ নিদ্রা তার প্রভুর পক্ষ থেকে দান হিসেবে ধরা হবে। **(নাসায়ী)**

তাহাজ্জুদের নিয়্যত করেও এ ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়তে পাড়ল না বটে কিন্তু ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়্যতের কারণে সে তাহাজ্জুদের পূর্ণ সওয়াব পাবে।

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন :—

من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. (أخرجه مسلم ١٩٠٩)

যে বিশুদ্ধ মনে জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহর কাছে শহীদ হওয়া কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম)

ইখলাছ বা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে যে শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করবে, সে শহীদ না হতে পারলেও আল্লাহ তাকে তার ইখলাছের কারণে শহীদের মর্যাদা দান করবেন।

আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হল রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :—

قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية، قال أللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة

فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غني، قال : أللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق، فقال أللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي، فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. (أخرجه البخاري ١٤٢١ ومسلم١٠٢٢)

এক ব্যক্তি নিয়্যত করল যে, আমি রাতে কিছু ছাদাকাহ (দান) করব। যখন রাত এল সে ছাদাকাহ করল। কিন্তু ছাদকাহ পড়ল এক ব্যভিচারী মহিলার হাতে। সকাল হলে লোকজন বলতে শুরু করল, গত রাতে জনৈক ব্যক্তি এক ব্যভিচারীকে ছাদাকাহ দিয়েছে। এ কথা শুনে দানকারী বলল, হে আল্লাহ ! ব্যভিচারীকে ছাদাকাহ দেয়ার ব্যাপারে তোমারই প্রশংসা। আমি রাতে আবার একটি ছাদাকাহ করব। পরের রাতে যখন সে ছাদাকাহ করল, তা পড়ল একজন ধনীর হাতে। যখন সকাল হল তখন লোকজন বলাবলি শুরু করল গত রাতে জনৈক ব্যক্তি এক ধনীকে ছাদাকাহ দিয়েছে। এ কথা শুনে দানকারী বলল, হে আল্লাহ ! ধনীকে ছাদাকাহ দেয়ার ব্যাপারে তোমারই প্রশংসা। আমি রাতে আবার একটি ছাদাকাহ করব। যখন পরের রাতে সে ছাদাকাহ করল, তা পড়ল একজন চোরের হাতে। যখন সকাল হল তখন লোকজন বলতে শুরু করল, গত রাতে এক ব্যক্তি এক চোরকে ছাদাকাহ দিয়েছে। এ কথা শুনে দানকারী বলল, হে আল্লাহ ! ব্যভিচারী, ধনী ও চোরকে ছাদাকাহ দেয়ার ব্যাপারে তোমারই প্রশংসা। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হল "তোমার সকল ছাদাকাহ (দান)-ই কবুল করা হয়েছে। সম্ভবত তোমার ছাদাকাহর কারণে ব্যভিচারী মহিলা তার পতিতাবৃত্তি থেকে ফিরে আসবে। ধনী ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উৎসাহী হবে। চোর তার চুরি কর্ম থেকে ফিরে আসবে। **(**বুখারী ও মুসলিম**)**

দেখুন, এ ব্যক্তি তার ছাদাকাহ বা দান করার ব্যাপারে এতটাই ইখলাছ (আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত) গ্রহণ করেছিল যে, ছাদাকাহ প্রদানে তার অতি গোপনীয়তা কাউকেই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে দেয়নি। এ গোপনীয়তা রক্ষার কারণে বার বার এ ছাদাকাহ অনাকাংখিত হাতে পরলেও সে তার ইখলাছ থেকে সরে আসেনি। ইখলাছ অবলম্বনে ছিল অটল। ফলে তার কোন ছাদাকাহ ব্যর্থ হয়নি।

ইবনু হাজার রহ.বলেন, এ হাদীস দ্বারা বুঝে আসে দানকারী নিয়্যত বিশুদ্ধ থাকলে তার দান অনাকাংখিত স্থানে পড়লেও তার দান বা ছাদাকাহ আল্লাহর কাছে কবুল হবে। (ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার)

১০- ইখলাছ বিপদ মুসীবত থেকে মুক্তির কারণ :

নিয়্যতের ব্যাপারে ইখলাছ অবলম্বন ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আশ্রয় গ্রহণে সততা ও সত্যবাদিতা হল দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির মাধ্যম। বিষয়টি স্পষ্ট করে যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :—

(الصافات : ٧٤-٧١)

তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম। সুতরাং, লক্ষ্য কর যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল ! তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ (ইখলাছ অবলম্বনকারী) বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। (সূরা সাফফাত : ৭১-৭৪)

আল্লাহ আরো বলেন :—

(يونس: ٢٢-٢٣)

তিনিই তোমাদিগকে জলে স্থলে ভ্রমন করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা এতে আনন্দিত হয়, অত:পর এগুলো বাত্যাহত এবং সর্বদিক থেকে তরংগাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্য ও ইখলাছের সাথে (বিশুদ্ধ চিত্তে) আল্লাহকে ডেকে বলে : তুমি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হব। অত:পর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে জুলুম করতে থাকে। (সূরা ইউনূস : ২২-২৩)

এ রকম আরেকটি দৃষ্টান্ত, আল্লাহ তা 'আলা বলেন :—

(لقمان: ٣٢).

যখন তরঙ্গ তাদের আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে (ইখলাছের সাথে)।